



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

12 December 2025 / 21 Jamadilakhir 1447H

শান্তি লালনকারী সম্পর্কসমূহ

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمْرَنَا بِالْتَّقْوَىٰ وَالْخُلُقِ
الْكَرِيمِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسِّلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ، وَلَا تُؤْتُنُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسِّلِمُونَ

যুমরাতাল মুমেনিন রাহিকামুল্লাহ,

আল্লাহ তাআলাকে সর্বদা স্মারণে রাখুন—তাঁর সকল আদেশ পালন করে এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে
নিজেকে বিরত রেখো। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সকল সৃষ্টির প্রতি উত্তম চরিত্র দ্বারা নিজেদের সুসজ্জিত
করুন। অন্যদের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে আদায় করুন এবং যাদের দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত,
তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পূর্ণ করুন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রশান্তি ও
অবিচলতা দান করেন।

আমিন। ইয়া রাববাল আলামীন!

সম্মানিত মুসলিমবন্দ,

আমাদের অনেকের জন্য বছরের শেষ সময়টি হলো শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়ার একটি সুযোগ। সারা বছর কাজ, পড়াশোনা ও নানা দায়িত্বে নিরস্তর পরিশ্রম করার ফলে আমরা সহজেই নিজেদের কল্যাণ ও সুস্থিতার কথা উপেক্ষা করে ফেলি। যখন আমরা একটু থামতে পারি, জীবনের গতি ধীর করতে পারি এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততার চাপ থেকে খানিকটা সরে দাঁড়াতে পারি—ইনশাআল্লাহ, তখন আমরা নতুনভাবে সতেজ হয়ে উঠি এবং আমাদের দৈনন্দিন কার্যাবলিতে আরও সচেতনতা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারি। পার্থিব জীবনের নানা বিষয়ে আমরা তখন আরও শান্ত হই এবং আমাদের স্বাস্থ্য, মঙ্গল ও মানসিক স্বচ্ছতার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে উঠি।

পরকালসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে আমাদের দোয়া ও ইবাদত আরও মিষ্টি ও অর্থবহু মনে হয়, এবং সেগুলো মুমিনদের উপযোগী প্রশান্তি সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তাআলা কি সূরা আর-রাদ-এর ২৮ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেননি?

(১৮) **الَّذِينَ ءامَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ**

অর্থং "যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে যাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে"।

প্রিয় ভাইয়েরা,

নিশ্চয়ই আমরা আশা করি—সারা বছর যে ব্যস্ততায় আমরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছি, তা যেন কল্যাণের দিকেই পরিচালিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা তা কবুল করুন। তবে কখনো কখনো আমাদের সেই ব্যস্ততা থেকে সরে দাঁড়াবার সুযোগ নিজেদেরই দিতে হয়—নিজেদের কল্যাণের জন্য এবং আমাদের প্রিয়জনদের উপকারের জন্যও। এই উপদেশের ভিত্তি কী?

ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদিস আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। দয়া করে
নিম্নলিখিত বর্ণনাটির প্রতি মনোযোগ দিন:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে এক নারী তার স্বামীর সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি তার স্বামীকে একজন সৎ,
নেককার এবং সৎকর্মে অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি প্রতিদিন রোজা রাখতেন এবং
প্রতিরাতেই দাঁড়িয়ে নামাজ বা কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন। তবে তাঁর এই গভীর ইবাদত-অনুরাগের
কারণে, তিনি বিবাহিত জীবনে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত দাম্পত্য সম্পর্কের অধিকার কখনোই পূরণ
করতেন না। যখন এটি রাসূলুল্লাহ (সৎ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হলো, তখন তিনি ঐ পূরুষের কাছে
বিষয়টি যাচাই করলেন। সেই পূরুষ নিশ্চিত করলেন যে, তিনি প্রতিদিন রোজা রাখেন এবং প্রতিটি রাত
কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে ইবাদত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সৎ) তাঁকে কী উপদেশ দিলেন?

রাসূলুল্লাহ (সৎ) তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তার রোজার সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে এবং কিছু রাত
ইবাদতের পরিবর্তে বিশ্রাম নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সৎ) বলেছেন, যার অর্থ: “নিশ্চয়ই তোমার শরীরেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে।
তোমার চোখেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। আর তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে

সম্মানিত জামায়াত,

এই হাদিসে আমরা দেখি যে ইসলামে নিজের ব্যক্ততা থেকে কিছুটা পিছু হটে তা নিয়ন্ত্রণ করা কেবল
বৈধই নয়, বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় ও উপকারীও বটে। এর আলোকে, বছরের শেষের এই বিরতিতে
যখন আমরা বিশ্রাম নেওয়ার কিছু সময় পাই, তখন আজকের খুতবায় তিনটি সম্পর্ক বা সংযোগের কথা
উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো আমাদের পুনর্বীকরণ করা উচিত:

প্রথম: মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

আমাদের ব্যক্তার মাঝেও, অনেক সময় আমরা অনুধাবন না করেই আমরা অনুভব করতে পারি যে,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, আমরা হয়তো আমাদের নামাজ আদায় করেছি, কিন্তু হয়তো তাড়াহুড়োয়, পূর্ণ মনোযোগ ছাড়া, আবারও আমাদের দায়িত্বের কাছে ফিরে যাওয়ার তাড়নায়। এই ছুটির সময়টি ব্যবহার করে আমাদের নামাজ ধীর ও তুমাকনিনাহপূর্ণভাবে আদায় করা উচিত। প্রতিটি তকবীর, তেলাওয়াত ও দোয়াকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করুন। আমাদের হৃদয় যেন সত্যিই ইবাদতের মধ্যে উপস্থিত থাকে, কেবল কর্তব্য পূরণে নয়।

যদি আমরা কোরআন পাঠ বা নিয়মিত ইবাদত যথাযথভাবে করতে না পেরে থাকি, তবে এটি পুনরায় আধ্যাত্মিকভাবে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ। হালকা সুন্নাহ আমল থেকে শুরু করুন—যেমন দুহা নামাজ, সালাওয়াত পাঠ, বা যাত্রাপথে জিকির করা এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের ওপর চিন্তাভাবনা করা। এটি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী করুন। মনে রাখুন: পরিমাণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিটি কাজের গুণগত মান।

দ্বিতীয়: আমাদের নিজের কল্যাণের যত্ন নেওয়া

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁ'আলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পাশাপাশি, আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণের কথাও খেয়াল রাখতে হবে। কখনও কখনও আমরা আমাদের দায়িত্বে এতটাই আবদ্ধ হয়ে যাই যে থেমে গিয়ে নিজেদের কাছে প্রশ্ন করতে ভুলে যাই: আমি সত্যিই কী চাই? আমি কী উপেক্ষা করে যাচ্ছি?

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে ভিন্ন ভিন্ন চাপ ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কেউ কাজের চাপের সঙ্গে লড়ছেন, কেউ শিক্ষাগত চাহিদার সঙ্গে, যা আমাদের মানসিক ও আবেগগত স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে।

নিজের যত্ন নেওয়া কোনো দুর্বলতার লক্ষণ নয়। এটি বোঝার পরিচায়ক যে, আমাদের শরীর ও আত্মা এমন একটি আমানত বা দায়িত্ব যা রক্ষা করতে হবে। এই সময়টি ব্যবহার করুন আপনার অস্তর্গত শক্তি পুনরুদ্ধার করতে, শক্তি পূর্ণ করতে এবং প্রশান্তি ফিরে পেতে। একজন মুমিন, যে শারীরিক, মানসিক ও

আবেগগতভাবে শক্তিশালী, সে তার ঈমান, সমাজ এবং নিজেকে আরও ভালোভাবে সেবা দিতে সক্ষম হয়।

তৃতীয়: পরিবারের এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

সারা বছরের ব্যস্ততার মাঝে, পরিবারে সময় দেওয়াই প্রায়শই প্রথম ত্যাগ করা হয়। তবুও পরিবারই সুস্থ ও কল্যাণময় জীবনের ভিত্তি।

সুতরাং, এই সুযোগটি ব্যবহার করে আসুন, আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করি, একে অপরের সঙ্গে সময় কাটাই, পরস্পরের খোঁজখবর নিই, এবং সত্যিকারভাবে উপস্থিত থাকি। এটি হতে পারে ঘরে স্নেহ, ভালোবাসা ও পারস্পরিক যত্ন পুনর্জীবিত করার সূচনা। পরিবারই হোক সেই প্রথম স্থান, যেখানে আমরা আমাদের সুন্দর চরিত্র, ধৈর্য ও সহদয়তা প্রকাশ করে থাকি।

সম্মানিত মুসলিমুন্দ,

বছরের শেষ সময় হলো আমাদের নিজেদেরকে একটু বিরত দেবার সময় এবং অন্তর্গত প্রশান্তি পুনরুদ্ধারের একটি অন্যতম মুহূর্ত। আমরা যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়াতা'আলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করি, নিজের কল্যাণের যত্ন নিই এবং পরিবারের ও প্রিয়জনদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন পুনঃনবীকরণ করি।

আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই সময়টি পুরোপুরি ব্যবহার করার সুযোগ দান করেন—আমাদের ঈমান লালন করতে, হৃদয় শান্ত রাখতে, এবং জীবনে কল্যাণ ও বরকতের দরজা উন্মুক্ত করার সুযোগ দান করেন।

আমীন! ইয়া রাববাল আলামীন!!

أَقُولُ قَوْلِيَ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الْوَحْيُمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمْرَ، وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللَّهِ، اتُّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمْرَ، وَاتَّهُوا عَمَّا كَفَرُوكُمْ عَنْهُ وَزَجَرُ.

أَلَا صَلَوَا وَسِلَمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمْرَنَا اللَّهُ بِذِلِكَ حِيثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْغَرِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَسِلُّمُوا تَسْلِيْمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَأَرْضَ اللَّهَمَّ عَنِ الْخَلْفَاءِ الرُّشِيدِيْنَ الْمُهَدِّيْنَ سَادِاتِنَا أَيُّ بُكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ، وَعَنْ بِقَيِّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْتَّابِعَيْنَ، وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ، وَعَنَّا مَعْهُمْ وَفِيهِمْ بَرْ حُمَّتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمَنَاتِ، وَالْمُسِلِمِيْنَ وَالْمُسِلَّمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفِعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْأَلَازِلَ وَالْمَحْنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنْ بَلْدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبَلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعِفِيْنَ فِي عَرَّةٍ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اللَّهُمَّ بِدَلْ خَوْفُهُمْ أَمْنًا، وَخُزْنُهُمْ فَرَحًا، وَهَمُّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ اكْتِبْ السَّلَامَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمَانَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ.

عَبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يُعَظِّمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَإِذَا كُرِوا اللَّهُ الْعَظِيمَ يَدْكُرُوكُمْ، وَإِشْكَرُوكُمْ عَلَى نِعَمِهِ يَنْدِكُرُوكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِيكُمْ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.